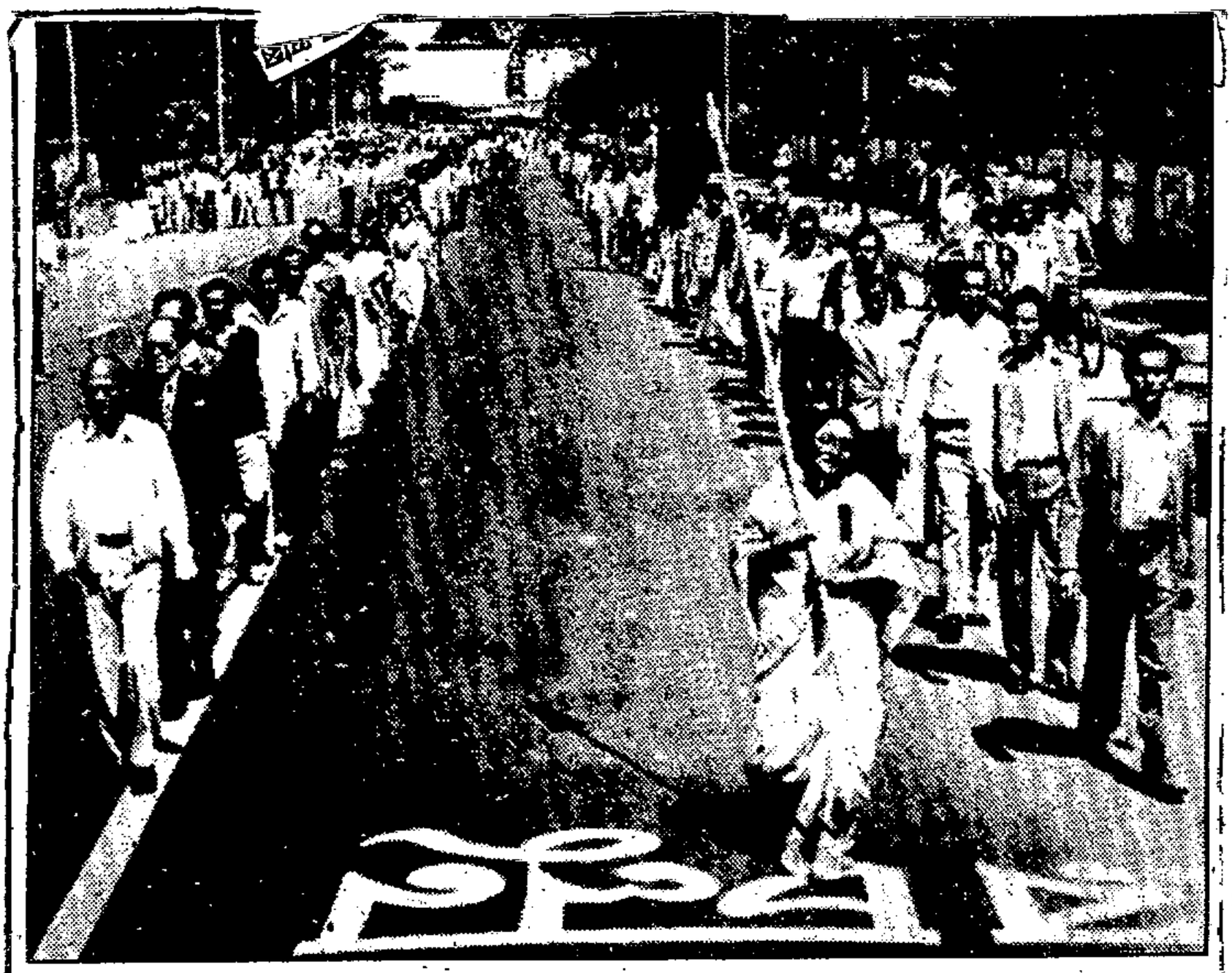

গত মঙ্গলবার ফুলবাড়িয়া এলাকায় নিহত ছাত্রদের স্মরণে গতকাল বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক কর্মচারীদের মৌন মিছিল। —সংবাদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষকদের শোকসভা, মৌন মিছিল

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

গত মঙ্গলবার ফুলবাড়িয়া বাস টার্মিনাল এলাকায় পুলিশের ট্রাকের নীচে পিষ্ট হয়ে যেসব ছাত্র নিহত হয়েছেন তাদের স্মরণে গতকাল বুধবার ঢাকায় শোকসভা, শোক মিছিল এবং গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারীদের এক যৌথ শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাশেষে একটি বিরাট মৌন মিছিল নগরীর বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করে এবং বিকেলে বায়তুল মোকাররমের ... মার্কেটের সামনের রাজপথে ১৫ দলীয় ঐক্যজোটের উদ্যোগে নিহতদের গায়েবানা জানাজায় ছাত্ররা যোগদান করে।

বটতলায় অনুষ্ঠিত শোকসভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মো: শামসুল হক। সভার শুরুতে ডাকসু'র সহ-সভাপতি জনাব আখতারুজ্জামান আজ বৃহস্পতিবার আহুত হরতালকে নিহতদের নামে উৎসর্গ ঘোষণা করেন।

সভাপতির ভাষণে অশ্রুসজল চোখে উপাচার্য সমবেত ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশে বলেন, তোমাদের যেমন ভাই মারা গেছে, আমারও তেমনি সন্তান মারা গেছে। তিনি বলেন, আমার যতটুকু ক্ষমতা আছে তা প্রয়োগ করে আমি বিশ্ববিদ্যালয় খোলা রাখার চেষ্টা করবো।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সূর্যসেন হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক আব্দুল আলীম, জহুরুল হক হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক আলী নেওয়াজ এবং শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ড: মশিউজ্জামান। বক্তৃতা করার সময় সকল বক্তার চোখই অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। জহুরুল হক হলের প্রাধ্যক্ষ বক্তব্য রাখার সময় কেঁদে ফেলেন। এছাড়া সভায় উপস্থিত নিহত দেলোয়ারের দুই ভাইয়ের বাঁধ ভাঙ্গা কান্নায় সভার পরিবেশ আর্দ্র হয়ে ওঠে।

শোক সভাশেষে সকাল ১১-টার দিকে উপাচার্যের নেতৃত্বে ছাত্র শিক্ষক, কর্মচারীদের একটি বিশাল মৌন শোক মিছিল শুরু হয়। কালো পতাকা হাতে নিয়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্রীও মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। প্রায় এক মাইল দীর্ঘ কয়েক হাজার লোকের এই মৌন এবং সুশৃঙ্খল মিছিলটি বটতলা থেকে যাত্রা শুরু করে কার্জন হল হয়ে গত মঙ্গলবারের ঘটনাস্থল ফুলবাড়িয়া বাস টার্মিনালের দক্ষিণ পাশে এশিয়ান হাইওয়েতে আসে এবং নিহত আহতদের অস্পষ্ট রক্তের চিহ্নের উপর পুষ্পস্তবক অর্পণ করে গুলিস্তান বাস টার্মিনাল, গুলিস্তান সিনেমা হলের পূর্ব দিকের রাস্তা দিয়ে ডি, আই, টি বিল্ডিং, দৈনিক বাংলার মোড় পুরানা পল্টন, প্রেস ক্লাব, কার্জন হল হয়ে বেলা একটার সময় কলা ভবনের অপরাজেয় বাংলায় এসে শেষ হয়। মিছিলটি নগরীর বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করার সময় পথের দুপাশে অসংখ্য মানুষ এবং যানবাহন দাঁড়িয়ে যায় এবং হাত নেড়ে মিছিলের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে।

ছাত্রদের মৌন মিছিল

(১ম পাতার পর)

নিহত জনাব দেলোয়ারের দুই ভাই শোকসভায় উপস্থিত ছিলেন।

শোকসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম বলেন, উপর মহল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বন্ধ করে দেবার সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবেই এ অমানবিক ঘটনা ঘটানো হয়েছে।

কর্মকর্তা সমিতির সভাপতি জনাব শাহ হাবিবুর রহমান বলেন, নির্যাতন চালানোর পর তার ভিন্ন রকম ব্যাখ্যা দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করার অপপ্রয়াস চলছে।

নিহত দেলোয়ারের ভাই জনাব হাবিবুর রহমান তার বক্তৃতায় ঘটনার দিনটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা এবং নিহতদের স্মরণে একটি স্মৃতিসৌধ গড়ার আহ্বান জানান।